পঞ্চম অধ্যায়

মুদ্রা ব্যবস্থাপনা এবং আর্থিক বাজার উন্নয়ন

২০২২-২৩ অর্থবছর এর জন্য সতর্কতামূলক সংকুলানমুখী মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে যার ফলে আগামী দিনে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়াকে সমর্থন করার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারের চাপ প্রশমন করা যায়। প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং মূল্যস্ফীতির সীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ১৪.০০ শতাংশ এবং ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ১১.৫০ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য নীট বৈদেশিক সম্পদ ও নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে -১১.৯ শতাংশ ও ১৭.৯ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ ব্যাপক মুদ্রা, রিজার্ভ মুদ্রা এবং অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রকৃত প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮.৭৭ শতাংশ, ৮.৭১ শতাংশ এবং ১৫.৫৮ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই মাসে ছিল যথাক্রমে ৯.৪৫ শতাংশ, ৭.২৫ শতাংশ এবং ১৩.৩২ শতাংশ। উল্লেখ্য, ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ব্যাপক হ্রাসের ফলে ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি হ্রাস পেয়েছে। ঋণাত্মক বাণিজ্যিক ভারসাম্য এবং রেমিট্যান্সের নিম্নমুখী ধারার ফলে ব্যাংক ব্যবস্থায় নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষের ০.২৬ শতাংশ হতে অধিক পরিমাণে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ দাঁড়ায় -১৩.৩৪ শতাংশ। নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদের প্রবৃদ্ধি ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে দাঁড়িয়েছে ১৫.১৪ শতাংশ, যা পূর্ববর্তী বছরের একই মাসে ছিল ১২.৪৩ শতাংশ। সরকারের চলমান মেগা প্রকল্পসমূহ এবং কোভিড-১৯ সম্পর্কিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বিবেচনা করে ২০২২-২৩ অর্থবছর এর জন্য সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৭.৬৬ শতাংশ। অন্যদিকে, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪.১০ শতাংশ। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৩.৮৭ শতাংশ ও ১২.১৪ শতাংশ যেখানে ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে উক্ত খাতে প্রকৃত ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ২৮.৯৪ শতাংশ ও ১০.৮৭ শতাংশ। সাম্প্রতিককালে ঋণ এবং আমানতের সুদ হারে উর্ধ্বগামী ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঋণের গড় ভারিত সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষের ৭.১০ শতাংশ থেকে ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে ৭.২৭ শতাংশে দাঁড়ায়। একই সাথে, আমানতের গড় ভারিত সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষের ৪.০২ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২ শেষে ৩.৯৭ শতাংশে দাঁড়ালেও পরবর্তী কালে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে ৪.৩১ শতাংশে পৌঁছায়। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২২ সালের জুন শেষে ছিল ৬,৩৭৬.৯৪ পয়েন্ট, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ২.৫১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬,২১৬.৯৫ পয়েন্ট। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০২২ সালের জুন শেষে ছিল ১৮,৭২৭.৫১ পয়েন্ট, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ -এ ২.১৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৩২৬.০২ পয়েন্ট।

চাহিদাজনিত চাপ নিয়ন্ত্রণ করতে অনুৎপাদনশীল খাতে আর্থিক প্রবাহ নিরুৎসাহিত করার পাশাপাশি উৎপাদনশীল খাতে প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান অব্যাহত রেখে দেশের দীর্ঘমেয়াদি প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মুদ্রানীতি প্রণয়ন করা হয়েছে। এভাবে, ২০২২-২৩ অর্থবছর এর জন্য সতর্কতামূলক সংকুলানমুখী মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে, যা আগামী দিনে অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার প্রক্রিয়ার পাশাপাশি মূল্যস্ফীতি ও বিনিময় হারের চাপ প্রশমন করতে পারে। জাতীয় বাজেটে ঘোষিত প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধি ও মূল্যস্ফীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে ২০২২-২৩ অর্থবছর এর মুদ্রা ও ঋণ কর্মসূচি প্রণীত হয়েছে।

মুদ্রানীতির লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক জুলাই-ডিসেম্বর ২০২২ সময়কালে (২০২২-২৩ অর্থবছর এর প্রথম ষাণ্মাসিকে) বেশ কিছু নীতিগত পদক্ষেপ নিয়েছে। তন্মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপসমূহ হলঃ রেপো সুদহার ৫.৭৫ শতাংশ হতে বৃদ্ধি করে ৬.০০ শতাংশ করা; ক্রেডিট কার্ডসহ ভোক্তা ঋণের জন্য ঋণ হারের সীমা শিথিল করা এবং আমানতের হারের জন্য নির্দিষ্ট ফ্লোর অপসারণ করা; কৃষি, সিএমএসএমই, আমদানি বিকল্প এবং রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য পুনঃঅর্থায়ন/প্রাক-অর্থায়নের ক্ষেত্রে সকল ধরনের উৎপাদনমুখী সহায়তা প্রদান; এবং সরকারের চলমান প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের পাশাপাশি অর্থনৈতিক কর্মকান্ড ও কর্মসংস্থান সৃষ্টিকে শক্তিশালী করার জন্য পর্যাপ্ত

পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান অব্যাহত রাখা।

প্রকৃত জিডিপি প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা এবং মূল্যস্ফীতির সীমার সাথে সামঞ্জস্য রেখে রিজার্ভ মুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ১৪.০০ শতাংশ এবং ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি প্রক্ষেপণ করা হয়েছে ১১.৫০ শতাংশ। সর্বশেষ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ রিজার্ভ মুদ্রা ও ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮.৭১ শতাংশ ও ৮.৭৭ শতাংশ। সরকারের চলমান মেগা প্রকল্পসমূহ এবং কোভিড-১৯ সম্পর্কিত প্রণোদনা প্যাকেজসমূহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় বিবেচনা করে ২০২২-২৩ অর্থবছর এর জন্য সরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে ৩৭.৬৬ শতাংশ। অন্যদিকে, বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৪.১০ শতাংশ, যা নির্ধারিত (৬.৫০%) জিডিপি প্রবৃদ্ধি লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের সরবরাহ সহায়তাসহ প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ ও কর্মসংস্থান সৃষ্টির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ফেব্রুয়ারি ২০২৩-এ সরকারি ও বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৩৩.৮৭ শতাংশ ও ১২.১৪ শতাংশ। সরকারি ও বেসরকারি খাতের ঋণের সম্প্রসারণের উপর ভিত্তি করে ২০২২-২৩ অর্থবছর এর জন্য অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রবৃদ্ধি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৮.৪৯ শতাংশ এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে তা দাঁড়িয়েছে ১৫.৫৮ শতাংশ। রেমিট্যান্সের অন্তঃপ্রবাহের উন্নতির আভাস সত্ত্বেও সার্বিক লেনদেন ভারসাম্যে ঘাটতি থাকবে বলে ধারণা করা হচ্ছে যার ফলে ব্যাংক ব্যবস্থার নীট বৈদেশিক সম্পদের প্রবৃদ্ধি ঋণাত্মক ১১.৯০ শতাংশ নির্ধারিত হয়েছে।

মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

২০২২-২৩ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি শেষে বছরভিত্তিতে (year-on-year) রিজার্ভ মুদ্রা (Reserve Money), ব্যাপক মুদ্রা (Broad Money) এবং সংকীর্ণ মুদ্রার (Narrow Money) প্রবৃদ্ধি দাঁড়িয়েছে যথাক্রমে ৮.৭১ শতাংশ, ৮.৭৭ শতাংশ এবং ১৭.৬২ শতাংশ। সারণি ৫.১-এ মুদ্রার সূচক সমূহের গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি ৫.১: মুদ্রার সূচকসমূহের গতিধারা

(সময় শেষে বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

সূচক	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	ফেব্রু' ২২	ফেব্রু' ২৩
সংকীর্ণ মুদ্রা	১৩.০১	৬.১৭	৭.২২	২০.১১	১৪.৪৯	১৩.৩২	১২.৪৭	১৭.৬২
ব্যাপক মুদ্রা	১০.৮৮	৯.২৪	৯.৮৮	১২.৬৪	১৩.৬২	৯.৪৩	৯.৪৫	৮.৭৭
রিজার্ভ মুদ্রা	১৬.২৮	৪.০৪	৫.৩২	১৫.৫৬	২২.৩৫	-০.২৬	৭.২৫	৮.৭১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)

সংকীর্ণ মুদ্রা ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে ১৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১৪.৪৯ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি শেষে সংকীর্ণ মুদ্রা সরবরাহ বৃদ্ধি পেয়েছে ১৭.৬২ শতাংশ যা পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১২.৪৭ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে সংকীর্ণ মুদ্রার উপাদানের মধ্যে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ২১.৩৯ শতাংশ ও তলবি আমানত ১২.৬২ শতাংশ বৃদ্ধি পায়। পূর্ববতী অর্থবছরের একই সময়ে জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা (ব্যাংক-বহির্ভূত মুদ্রা) ১৪.৫৩ শতাংশ এবং তলবি আমানত ৯.৮৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

ব্যাপক মুদ্রা (এম২)

ব্যাপক মুদ্রার (এম২) স্থিতি জুন ২০২২ শেষে ১৭,০৮,১২২.২ কোটি টাকায় দাঁড়ায়, যা জুন ২০২১ শেষে ছিল ১৫,৬০,৮৯৫.৩ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবছর এর প্রথম আট মাসে (ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে) ব্যাপক মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৭৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১৭,৬৩,০৩২.০ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে এ বৃদ্ধির হার ছিল ৯.৪৫ শতাংশ। আলোচ্য অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় মেয়াদি আমানত ৬.১৩ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ৮.৫৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি-৫.২-এ ব্যাপক মুদ্রার (এম২) উপাদানগুলোর তুলনামূলক অবস্থা এবং লেখচিত্র ৫.১ ও ৫.২-এ যথাক্রমে ব্যাপক মুদ্রা (এম২) পরিবর্তনের কারণসূচক উপাদানগুলোর গতিধারা ও উপাদানভিত্তিক শতকরা অবদান উপস্থাপন করা হলো।

লেখচিত্র ৫.১: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানসমূহের গতিধারা
(বছরভিত্তিক শতকরা পরিবর্তন)

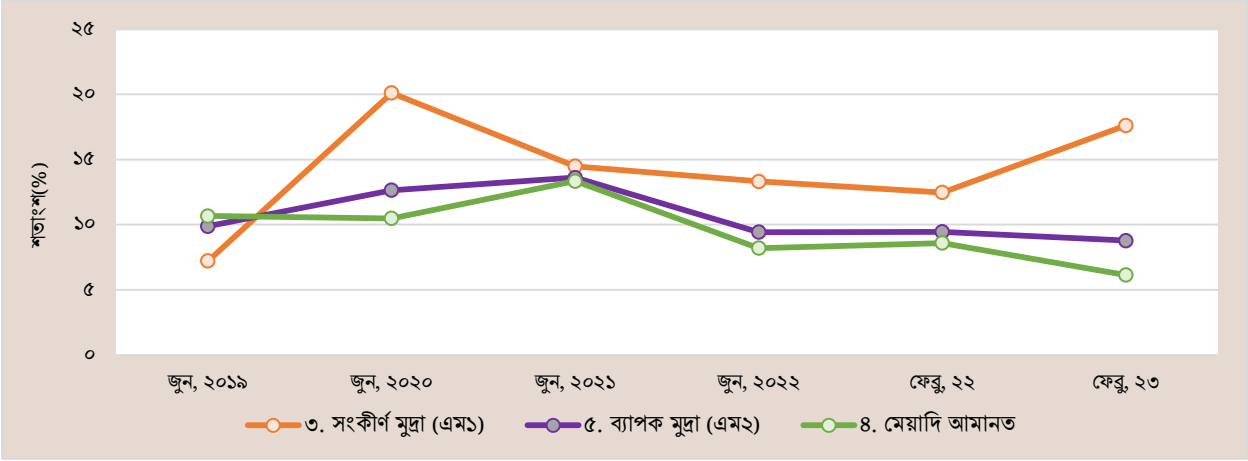

সারণি ৫.২:মুদ্রা ও ঋণ পরিস্থিতি

সূচক	জুন, ২০১৯	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	জুন, ২০২২	ফেব্রু, ২২	ফেব্রু, ২৩
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৭২৩৯৯.৫	২৯৭৩৩৬.২	৩৮২৩৩৭.৫	৩৬৪২৯৮.৮	৩৬২৬৬৬.৪	৩১৪২৭৬.০
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	৯৪৭২১২.০	১০৭৬৩৯৮.৯	১১৭৮৫৫৭.৮	১৩৪৩৮২৩.৪	১২৫৮২৭০.৩	১৪৪৮৭৫৬.০
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ[১/]	১১৪৬৮৮৪.৭	১৩০৭৬৩৩.৭	১৪৩৯৮৯৯.০	১৬৭১৭৪৯.১	১৫৪৬২৪০.৩	১৭৮৭১৮৫.৬
১) সরকারি খাত (নীট)	১১৩২৭৩.৪	১৮১১৫০.৭	২২১০২৫.৯	২৮৩৩১৪.৬	২৩১৪৬৭.৫	৩০৯৮৬৬.৬
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	২৩৩৫৫.৬	২৯২১৫.১	৩০০১৭.৮	৩৭১৯৮.৯	৩৫৯১৬.৯	৪৩২৪৯.৭
৩) বেসরকারি খাত	১০১০২৫৫.৭	১০৯৭২৬৭.৯	১১৮৮৮৫৫.৩	১৩৫১২৩৫.৬	১২৭৮৮৫৫.৯	১৪৩৪০৬৯.৩
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১৯৯৬৭২.৭	-২৩১২৩৪.৮	-২৬১৩৪১.২	-৩২৭৯২৫.৭	-২৮৭৯৭০.০	-৩৩৮৪২৯.৬
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	২৭৩২৯৩.৪	৩২৮২৬৩.৯	৩৭৫৮২৮.৭	৪২৫৯০৪.৭	৩৭১৭৭৩.৭	৪৩৭২৯৮.৪
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	১৫৪২৮৭	১৯২১১৪.৫	২০৯৫১৭.৭	২৩৬৪৪৮.৯	২১২২৭০.২	২৫৭৬৬৭.৬
খ) তলবি আমানত[২/]	১১৯০০৬.৪	১৩৬১৪৯.৪	১৬৬৩১১.০	১৮৯৪৫৫.৮	১৫৯৫০৩.৫	১৭৯৬৩০.৮
৪. মেয়াদি আমানত	৯৪৬৩১৮.১	১০৪৫৪৭১.২	১১৮৫০৬৬.৬	১২৮২২১৭.৫	১২৪৯১৬৩.০	১৩২৫৭৩৩.৬
৫. ব্যাপক মুদ্রা (এম২){(১)+(২) অথবা ৩)+(৪)}	১২১৯৬১১.৫	১৩৭৩৭৩৫.১	১৫৬০৮৯৫.৩	১৭০৮১২২.২	১৬২০৯৩৬.৭	১৭৬৩০৩২.০
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. নীট বৈদেশিক সম্পদ	২.৯২	৯.১৫	২৮.৫৯	-৪.৭২	০.২৬	-১৩.৩৪
২. নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	১২.০৬	১৩.৬৪	৯.৪৯	১৪.০২	১২.৪৩	১৫.১৪
ক) অভ্যন্তরীণ ঋণ	১২.২৬	১৪.০২	১০.১১	১৬.১০	১৩.৩২	১৫.৫৮
১) সরকারি খাত (নীট)	১৯.৩৭	৫৯.৯২	২২.০১	২৮.১৮	২৮.৯৪	৩৩.৮৭
২) রাষ্ট্রায়ত্ত খাত	২১.৬৪	২৫.০৯	২.৭৫	২৩.৯২	১৪.০৯	২০.৪২
৩) বেসরকারি খাত	১১.৩২	৮.৬১	৮.৩৫	১৩.৬৬	১০.৮৭	১২.১৪
(খ) অন্যান্য সম্পদ (নীট)	১৩.২৪	১৫.৮১	১৩.০২	২৫.৪৮	১৭.৩৯	১৭.৫২
৩. সংকীর্ণ মুদ্রা (এম১)	৭.২২	২০.১১	১৪.৪৯	১৩.৩২	১২.৪৭	১৭.৬২
ক) জনসাধারণের হাতে থাকা কারেন্সি নোট ও মুদ্রা	৯.৪৯	২৪.৫২	৯.০৬	১২.৮৫	১৪.৫৩	২১.৩৯
খ) তলবি আমানত	৪.৪১	১৪.৪১	২২.১৫	১৩.৯২	৯.৮৪	১২.৬২
৪. মেয়াদি আমানত	১০.৬৭	১০.৪৮	১৩.৩৫	৮.২০	৮.৫৯	৬.১৩
৫. ব্যাপক মুদ্রা	৯.৮৮	১২.৬৪	১৩.৬২	৯.৪৩	৯.৪৫	৮.৭৭

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক।

নোটঃ ১/ ক্রমপুঞ্জিভূত সুদ অন্তর্ভুক্ত, ২/ অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও সরকারি এজেন্সিগুলোর আমানত অন্তর্ভুক্ত।

লেখচিত্র ৫.২: ব্যাপক মুদ্রার উপাদানভিত্তিক বিভাজন

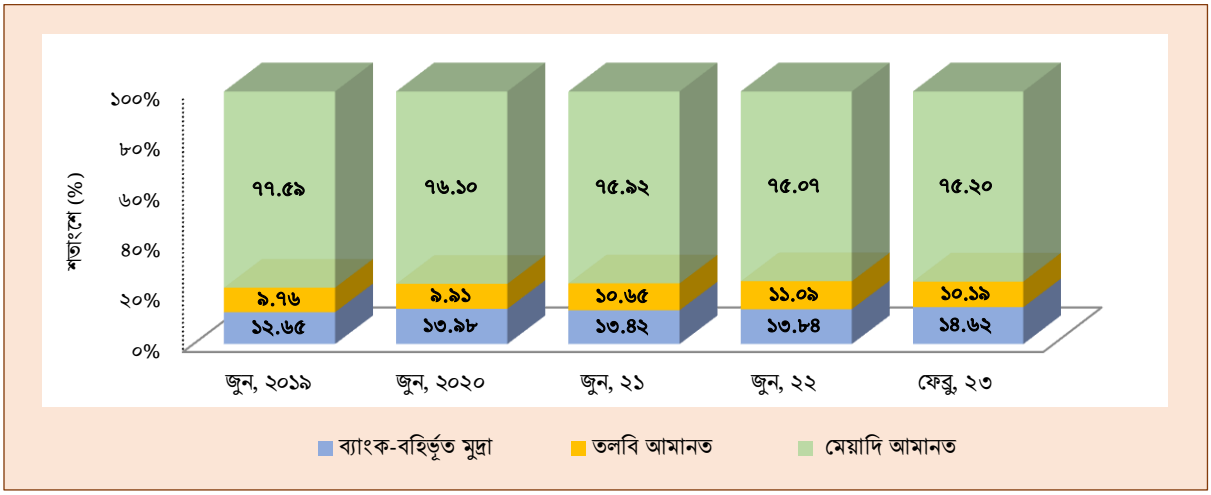

অভ্যন্তরীণ ঋণ

২০২১-২২ অর্থবছর শেষে অভ্যন্তরীণ ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৬.১০ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরে এ বৃদ্ধির হার ছিল ১০.১১ শতাংশ। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে মোট অভ্যন্তরীণ ঋণ ১৫.৫৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ের ১৩.৩২ শতাংশ বৃদ্ধির তুলনায় বেশি। ২০২২-২৩ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে বেসরকারি খাতে ঋণের প্রবৃদ্ধি দাঁড়ায় ১২.১৪ শতাংশ, পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে এ প্রবৃদ্ধির হার ছিল ১০.৮৭ শতাংশ। আলোচ্য সময়ে সরকারি খাতে নীট ঋণ বৃদ্ধি পায় ৩৩.৮৭ শতাংশ যা পূর্ববর্তী অর্থবছরের একই সময়ে ২৮.৯৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল । ২০২২-২৩ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে সরকারি খাতের নীট ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ১৭.৩৪ শতাংশ। বেসরকারি খাতে ঋণের পরিমাণ মোট অভ্যন্তরীণ ঋণের প্রায় ৮০.২৪ শতাংশ, যা জুন ২০২২ শেষে ছিল ৮০.৮৩ শতাংশ।

রিজার্ভ মুদ্রা

২০২১-২২ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার স্থিতি দাঁড়ায় ৩,৪৭,১৬২.১ কোটি টাকা, যা ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে ছিল ৩,৪৮,০৭১.৮ কোটি টাকা। জুন ২০২১ এর তুলনায় জুন ২০২২ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা ০.২৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ২২.৩৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে রিজার্ভ মুদ্রা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ের তুলনায় ৮.৭১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৩,৫০,৩৪৬.৯ কোটি টাকায় দাঁড়ায়। অপরদিকে, ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ৫.২২ শতাংশ হ্রাস পায়, যা পূর্ববর্তী অর্থবছরে ২৮.২৭ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ২০২২-২৩ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ ১৮.৫৩ শতাংশ হ্রাস পায় যা ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষে ১.৩৪ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। সারণি-৫.৩-এ রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ এবং সারণি-৫.৪-এ রিজার্ভ মুদ্রার উৎসভিত্তিক তুলনামূলক চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

সারণি ৫.৩: রিজার্ভ মুদ্রার উপাদানসমূহ

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০১৯	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	জুন, ২০২২	ফেব্রু, ২২	ফেব্রু, ২৩
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	১৭০৩৮৭.১	২০৮০৯৪.১	২২৬৮৮৮.৩	২৫৬১৮২.৮	২৩২৮৭৪.৬	২৮২৪৯৪.৮
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৭৫০১২.১	৭৫৭৬৮.৩	১২০৫৯৭	৯০৩৮২.৯	৮৮৯১৬.৭	৬৭২৫৪.৮
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৭৮৮.৫	৬২১	৫৮৬.৫	৫৯৬.৪	৪৯৩.৮	৫৯৭.৩
৪. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২+৩)	২৪৬১৮৭.৭	২৮৪৪৮৩.৪	৩৪৮০৭১.৮	৩৪৭১৬২.১	৩২২২৮৫.১	৩৫০৩৪৬.৯

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০১৯	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	জুন, ২০২২	ফেব্রু, ২২	ফেব্রু, ২৩
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. ইস্যুকৃত মুদ্রা/নোট	৯.৯৭	২২.১৩	৯.০৩	১২.৯১	১৪.৫০	২১.৩১
২. তফসিলি ব্যাংকসমূহ কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	-৩.৮৮	১.০১	৫৯.১৭	-২৫.০৫	-৭.৯১	-২৪.৩৬
৩. অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বাংলাদেশ ব্যাংকে স্থিতি	৩.৮৭	-২১.২৪	-৫.৫৬	১.৬৯	-১১.৬২	২০.৯৬
৪. রিজার্ভ মুদ্রা	৫.৩২	১৫.৫৬	২২.৩৫	-০.২৬	৭.২৫	৮.৭১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

সারণি ৫.৪: রিজার্ভ মুদ্রার উৎস

রিজার্ভ মুদ্রার উপাদান	জুন, ২০১৯	জুন, ২০২০	জুন, ২০২১	জুন, ২০২২	ফেব্রু, ২২	ফেব্রু, ২৩
সময় শেষে স্থিতি (কোটি টাকা)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	২৫৭১৯৫.৪	২৮৬০৪০.৯	৩৬৬৯১৭.৩	৩৪৭৭৫৭.৭	৩৫১৮১৩.১	২৮৬৬৩৬.৭
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-১১০০৭.৭	-১৫৫৭.৫	-১৮৮৪৫.৫	-৫৯৫.৬	-২৯৫২৮.০	৬৩৭১০.২
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের দাবী	৪৩৭৪৫.৮	৬৩৭৭৬.৪	৪৫২৯৪.৬	৮০৩৭৫.৪	৩২৮৯৩.৬	১৭৫৫০৫.৯
ক.১. সরকারের নিকট	৩১১৮৯.০	৪২১১৭.১	১৭২৮৫.৫	৫৪৯৩০.০	৮০৫৮.৫	১০৮৬৮৫.৩
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	২৩৮০.৪	২৫৫১.৯	৩২১৮.১	৩৪৩৫.৬	৩৪৮৫.২	৩৬২০.২
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	৫৩৮৬.৯	১৩৭৬৪.৯	১৮৯৫২.৩	১৬০৭৩.৯	১৫৫৮৩.৩	৫৬২৬৯
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানত গ্রহণকারী সংস্থার নিকট	৪৭৮৯.৫	৫৩৪২.৫	৫৮৩৮.৭	৫৯৩৫.৯	৫৭৬৬.৬	৬৯৩১.৪
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-৫৪৭৫৩.৫	-৬৫৩৩৩.৯	-৬৪১৪০.১	-৮০৯৭১.০	-৬২৪২১.৬	-১১১৭৯৫.৭
৩. রিজার্ভ মুদ্রা (১+২)	২৪৬১৮৭.৭	২৮৪৪৮৩.৪	৩৪৮০৭১.৮	৩৪৭১৬২.১	৩২২২৮৫.১	৩৫০৩৪৬.৯
শতকরা পরিবর্তন (%)						
১. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট বৈদেশিক সম্পদ	১.৪৫	১১.২২	২৮.২৭	-৫.২২	১.৩৪	-১৮.৫৩
২. বাংলাদেশ ব্যাংকের নীট অভ্যন্তরীণ সম্পদ	-৪৪.৩১	-৮৫.৮৫	১১০৯.৯৮	-৯৬.৮৪	-৩৬.৭১	-৩১৫.৭৬
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা	২২.৬৪	৪৫.৭৯	-২৮.৯৮	৭৭.৪৫	১০৪.৫৫	৪৩৩.৫৬
ক.১. সরকারের নিকট	৩৮.১৭	৩৫.০৪	-৫৮.৯৬	২১৭.৭৮	-১৭১.২১	১২৪৮.৭০
ক.২. অন্যান্য রাষ্ট্রায়ত্ত খাতের নিকট	০.৫৩	৭.২০	২৬.১১	৬.৭৬	৯.৫০	৩.৮৭
ক.৩. তফসিলি ব্যাংকগুলোর নিকট	-৩.৫০	১৫৫.৫৩	৩৭.৬৯	-১৫.১৯	-১৭.২৯	২৬১.০৯
ক.৪.অ-ব্যাংক আমানতগ্রহণকারী সংস্থার নিকট	-৬.৯৩	১১.৫৫	৯.২৯	১.৬৬	৭.২৮	২০.২০
খ. অন্যান্য সম্পদ (নীট)	-১.২৩	১৯.৩২	-১.৮৩	২৬.২৪	-০.৫০	৭৯.১০
৩. রিজার্ভ মুদ্রা	৫.৩২	১৫.৫৬	২২.৩৫	-০.২৬	৭.২৫	৮.৭১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক

২০২১-২২ অর্থবছর শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ২১৭.৭৮ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে ৫৮.৯৬ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ১৫.১৯ শতাংশ হ্রাস পায়, যা ২০২০-২১ অর্থবছর এ ৩৭.৬৯ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফেব্রুয়ারি'২৩ শেষে সরকারের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ১২৪৮.৭০ শতাংশ বৃদ্ধি পায় যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৭১.২১ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ২৬১.০৯ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ১৭.২৯ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল। এ সময়ে অন্যান্য রাষ্ট্রীয় খাতের নিকট বাংলাদেশ ব্যাংকের পাওনা ৩.৮৭ শতাংশ বৃদ্ধি পায়, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে ৯.৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মুদ্রার গুণক (Money Multiplier)

২০২১-২২ অর্থবছর শেষে রিজার্ভ মুদ্রার তুলনায় ব্যাপক মুদ্রার প্রবৃদ্ধি বেশি হওয়ায় মুদ্রা গুণক জুন ২০২১ শেষের ৪.৪৮৪ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২ শেষে ৪.৯২০ এ দাঁড়ায়। ২০২২-২৩ অর্থবছর এর ফেব্রুয়ারি মাস শেষে মুদ্রা গুণক আরো বৃদ্ধি পেয়ে ৫.০৩২ এ দাঁড়ায়। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে রিজার্ভ-আমানত অনুপাত (Reserve-Deposit Ratio) এবং মুদ্রা-

আমানত অনুপাত (Currency-Deposit Ratio) দাঁড়ায় যথাক্রমে ০.০৬২ ও ০.১৭১।

মুদ্রার আয় গতি (Income Velocity of Money)

মুদ্রার আয় গতি বৃদ্ধি পেয়ে ২০২১-২২ অর্থবছর শেষে দাঁড়ায় ২.৩৩ শতাংশ যা ২০২০-২১ অর্থবছর শেষে ছিল ২.২৬ শতাংশ । সারণি ৫.৫ এবং লেখচিত্র ৫.৩-এ যথাক্রমে মুদ্রার আয় গতি ও জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা দেখানো হলো।

সারণি-৫.৫: মুদ্রার আয় গতি

(বিলিয়ন টাকা)

অর্থবছর	চলতি বাজার মূল্যে মোট দেশজ উৎপাদন (GDP)	ব্যাপক মুদ্রা (M2) (জুন শেষে)	মুদ্রার আয় গতি (GDP/M2)	জিডিপি'র শতকরা হিসাবে ব্যাপক মুদ্রা
২০১৬-১৭	২৩২৪৩.১	১০১৬০.৮	২.২৯	৪৩.৭২
২০১৭-১৮	২৬৩৯২.৫	১১০৯৯.৮	২.৩৮	৪২.০৬
২০১৮-১৯	২৯৫১৪.৩	১২১৯৬.১	২.৪২	৪১.৩২
২০১৯-২০	৩১৭০৪.৭	১৩৭৩৭.৪	২.৩১	৪৩.৩৩
২০২০-২১	৩৫৩০১.৮	১৫৬০৯.০	২.২৬	৪৪.২২
২০২১-২২	৩৯৭১৭.২	১৭০৮১.২	২.৩৩	৪৩.০১

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক এবং বিবিএস । জিডিপি'র ভিত্তি বছল: ২০১৫-১৬।

লেখচিত্র ৫.৩: জিডিপি'র শতকরা হারে ব্যাপক মুদ্রার গতিধারা

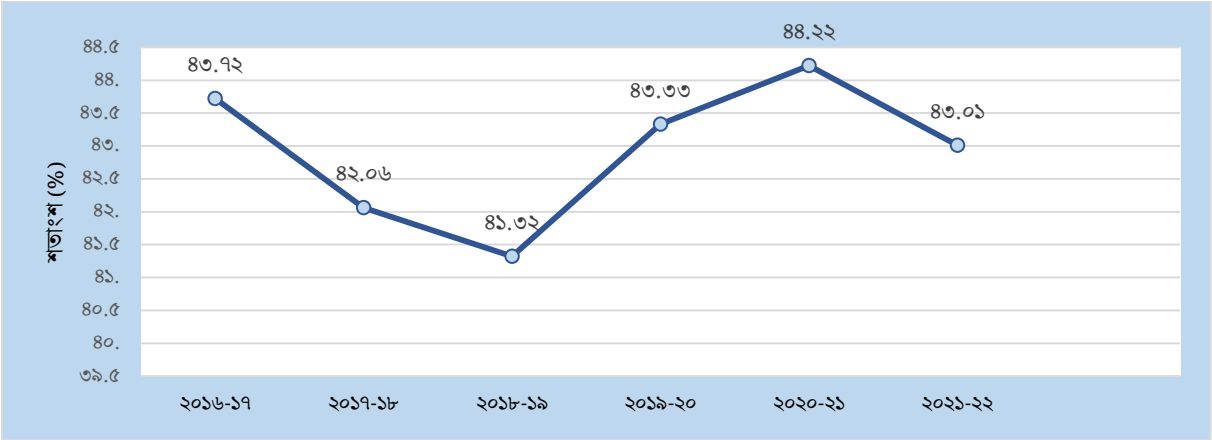

সুদের হার পরিস্থিতি

ব্যাংকগুলোর মধ্যে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে সুদ হার যৌক্তিকীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংকের সময় উপযোগী নির্দেশনা ২০২২-২৩ অর্থবছরেও অব্যাহত রয়েছে। উৎপাদনশীল খাতসহ অন্যান্য খাতে ঋণের সুদ হার যৌক্তিক পর্যায়ে নির্ধারণের লক্ষ্যে ক্রেডিট কার্ড ও ভোক্তা ঋণ ছাড়া অন্যান্য ঋণ এবং আমানতের গড় ভারিত সুদ হারের ব্যবধান বা intermediation spread অনুর্ধ্ব ৪ শতাংশ পর্যায়ে সীমিত রাখার জন্য ব্যাংকগুলো নির্দেশনা অনুযায়ী কাজ করছে। এছাড়া, ক্রেডিট কার্ড ব্যতীত অন্যান্য সকল খাতে অশ্রেণিকৃত ঋণ/বিনিয়োগ এর উপর সুদ/মুনাফা হার সর্বোচ্চ ৯ শতাংশে নির্ধারণ বহাল রয়েছে।

সাম্প্রতিককালে ঋণ এবং আমানতের সুদ হারে উর্ধ্বগামী ধারা পরিলক্ষিত হচ্ছে। ঋণের গড় ভারিত সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষের ৭.১০ শতাংশ থেকে মোটামুটি স্থিতিশীল থেকে জুন ২০২২ শেষে ৭.০৯ শতাংশে দাঁড়িয়েছিল এবং পরবর্তী সময়ে ধারাবাহিকভাবে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে তা ৭.২৭ শতাংশে দাঁড়ায়। একই সাথে, আমানতের গড় ভারিত সুদ হার ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষের ৪.০২ শতাংশ থেকে সামান্য হ্রাস পেয়ে জুন ২০২২ শেষে ৩.৯৭ শতাংশে দাঁড়ালেও পরবর্তী কালে অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে ৪.৩১ শতাংশে পৌঁছায়। ফলে, ঋণ ও আমানতের গড় ভারিত সুদ হারের ব্যবধান (spread) ফেব্রুয়ারি ২০২২ শেষের ৩.০৮ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে জুন ২০২২ এ দাঁড়ায় ৩.১২

শতাংশে, যা পরবর্তীতে হ্রাস পেয়ে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে দাঁড়ায় ২.৯৬ শতাংশে। বাজার ভিত্তিক সুদ হার বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত নীতি সুদ হার কয়েক দফায় বৃদ্ধিকরণ এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থায় উদ্বৃত্ত তারল্য হ্রাস উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। ফেব্রুয়ারি ২০২১ থেকে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মাসভিত্তিক ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হার এবং ঋণ ও আমানতের ভারিত গড় সুদ হারের ব্যবধান লেখচিত্র- ৫.৪-এ দেখানো হলো।

লেখচিত্র ৫.৪: ভারিত গড় ঋণ ও আমানত সুদ হারের গতিধারা

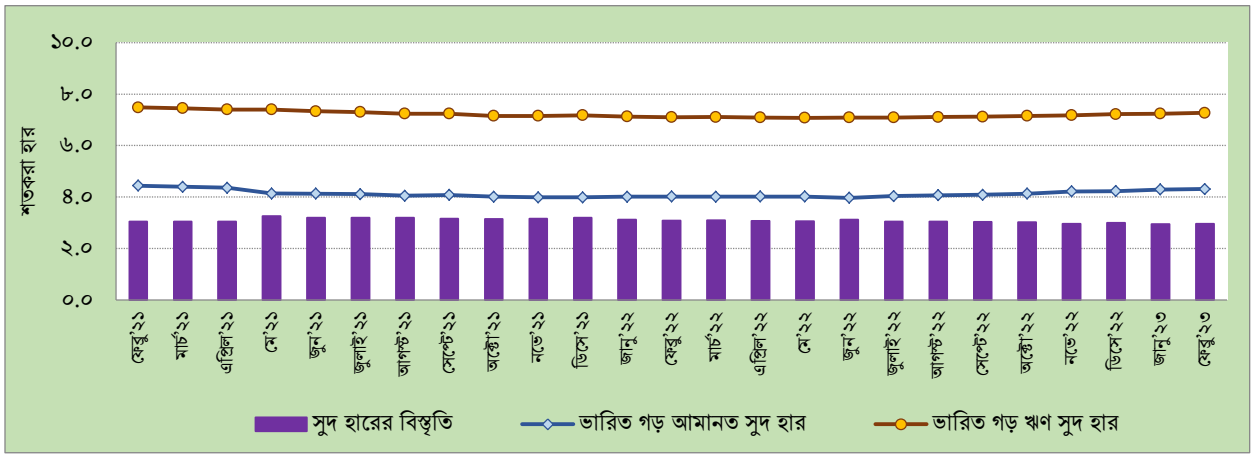

ব্যাংকিং খাত

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ এর তথ্য অনুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক রয়েছে, যার মধ্যে ৬টি রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক, ৩টি বিশেষায়িত ব্যাংক, ৪৩টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং ৯টি বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক। এছাড়া, তফসিলভুক্ত নয় এমন ৫টি ব্যাংক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ব্যাংক গুলো হলো-আনসার ভিডিপি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, গ্রামীণ ব্যাংক, জুবিলী ব্যাংক এবং পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী তফসিলিভুক্ত ব্যাংকসমূহের ব্যবস্থার কাঠামো এবং ডিসেম্বর ২০২২ শেষে সম্পদের শতকরা অংশ ও মোট আমানতের শতকরা অংশ সারণি-৫.৬ এ সন্নিবেশিত হলো।

সারণি ৫.৬: বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবস্থার কাঠামো

(ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ শেষে)

ব্যাংকের ধরন	ব্যাংকের সংখ্যা	শাখার সংখ্যা			মোট সম্পদের শতকরা অংশ*	মোট আমানতের শতকরা অংশ*
		শহরাঞ্চলে	গ্রামাঞ্চলে	মোট		
১। রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৬	১৭৬৯	২০৪৫	৩৮২৩	২৩.৩৫	২৪.৬২
২। বিশেষায়িত ব্যাংক	৩	৩০১	১২২২	১৫২৩	২.১৯	২.৬৫
৩। বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪৩	৩৬১১	২১৩৭	৫৭৪৮	৬৮.৭১	৬৮.০২
৪। বিদেশি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৯	৬৩	০	৬৩	৫.৭৫	৪.৭১
মোট	৬১	৫৭৪৪	৫৪১৩	১১১৫৭	১০০.০০	১০০.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ ব্যাংক, * ডিসেম্বর ২০২২ শেষে প্রাপ্ত পরিসংখ্যান।

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে মোট ৬১টি তফসিলি ব্যাংক ১১,১৫৭টি শাখার মাধ্যমে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করছে। মোট ব্যাংক শাখার মধ্যে শহর এবং গ্রামাঞ্চলে অবস্থিত শাখার সংখ্যা হচ্ছে যথাক্রমে ৫,৭৪৪টি (৫১.৪৮%) ও ৫,৪১৩টি (৪৮.৫২%) ।

ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী ব্যাংক ব্যবস্থার মোট সম্পদের ৬৮.৭১ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের এবং ২৩.৩৫ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের অন্তর্গত। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবস্থার মোট আমানতের ৬৮.০২ শতাংশ বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংকের

এবং ২৪.৬২ শতাংশ রাষ্ট্র মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে রক্ষিত রয়েছে।

ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক প্রতিষ্ঠান

ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৩৫টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান সর্বমোট ২৭৪টি শাখার মাধ্যমে দেশের ৪০টি জেলায় আর্থিক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, যার ৭৮টি শাখা ঢাকা জেলায় এবং অবশিষ্ট ১৯৬টি শাখা ৩৯টি জেলায় অবস্থিত। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিশোধিত মূলধন ও রিজার্ভের পরিমাণ ছিল ১৩,০৮১.৮২ কোটি টাকা; তন্মধ্যে পরিশোধিত মূলধনের পরিমাণ ৮,৮৬১.০৪ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০২২ ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার হোল্ডার'স ইক্যুইটির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ৬,০৭৭.৪৩ কোটি টাকা, মোট সম্পদ ৯২,০০১.৪০ কোটি টাকা এবং মোট আমানতের পরিমাণ ৪৪,৩৫৫.১০ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মোট বিতরণকৃত ঋণ/লিজের পরিমাণ ৭০,৪৩৫.৭০ কোটি টাকা টাকা; তন্মধ্যে মোট শ্রেণিকৃত ঋণের পরিমাণ ১৬,৮২১.৪৯ কোটি টাকা যা মোট ঋণ/লিজের ২৩.৮৮ শতাংশ।

দেশের ব্যাংক-বহির্ভূত আর্থিক ব্যবস্থাপনা কাঠামোকে শক্তিশালীকরণ, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের স্বচ্ছতা নিশ্চিতকরণ, ঝুঁকি নিরসন ও কর্পোরেট সুশাসন নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক সময়ে সময়ে বিভিন্ন নির্দেশনা (গাইডলাইন্স প্রণয়ন, সার্কুলার ও সার্কুলার লেটার জারি) প্রদান করে থাকে। এরই অংশ হিসেবে আর্থিক প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রোডাক্ট গাইডলাইন্স, কস্ট অব ফান্ড বা বেজ রেট নির্ণয় পদ্ধতি, মূলধন পর্যাপ্ততা ও বাজার শৃঙ্খলা বিষয়ক গাইডলাইন্স, সমন্বিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতিমালাসহ কর্পোরেট সুশাসন বিষয়ে নীতিমালা প্রণীত হয়েছে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ২০২২-২৩ অর্থবছরে গৃহীত পদক্ষেপের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ এককালীন এক্সিটের মাধ্যমে ঋণ সমন্বয়, বন্যাসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত গ্রাহকদের ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ শ্রেণিমান নির্ধারণে সহজীকরণ নীতিমালা, আমানত ও ঋণ/লিজ/বিনিয়োগের উপর সুদ/মুনাফার হার যৌক্তিকীকরণ, পরিচালক নিয়োগে পরিচালকদের যোগ্যতা ও উপযুক্ততার শর্তাবলী নির্ধারণ, ঋণ অনুমোদন ও বিতরণ সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি ঋণ নথিতে যথাযথভাবে সংরক্ষণ বিষয়ক নির্দেশনা, গ্রাহক সেবা ও অভিযোগ ব্যবস্থাপনা নীতিমালা, বিভিন্ন সেবার ক্ষেত্রে আরোপিত ফি/চার্জ/কমিশন বিষয়ে নীতিমালা ইত্যাদি। এছাড়া, করোনার দীর্ঘমেয়াদি নেতিবাচক প্রভাব ও বহিঃবিশ্বে যুদ্ধাবস্থাসহ নানাবিধকারণে ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানের নগদ প্রবাহ বিরূপভাবে প্রভাবিত হওয়ায় শ্রেণিকৃত ঋণের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার স্বার্থে ঋণ/লিজ/বিনিয়োগ পুনঃতফসিল/পুনর্গঠন সংক্রান্ত মাস্টার সার্কুলার জারি করা হয়েছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ সংযোজনী ৫.১ এ উল্লেখ করা হয়েছে।

মুদ্রা ও ঋণ নীতির ক্ষেত্রে গৃহীত সংস্কারমূলক পদক্ষেপ

আইনগত সংস্কার

বিদ্যুৎ উৎপাদন নিরবচ্ছিন্ন রাখার লক্ষ্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে জ্বালানী তেল ও অন্যান্য কাঁচামাল আমদানিতে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে উক্ত খাতে ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলোকে ৬ মাসের জন্য ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৬ খ(১) বিধান পরিপালন অব্যাহতি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১২১ ধারার বিধান অনুসারে সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে, ২৬ জুলাই ২০২২ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়। বিদ্যুৎ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় অর্থ সরবরাহ নির্বিঘ্ন করতে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপন ও বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্য ব্যবহৃত কয়লা ও অন্যান্য কাঁচামাল ক্রয় বা আমদানির ব্যয় নির্বাহের জন্য উক্ত খাতে ঋণ প্রদানে ব্যাংকগুলোকে ৫ বছরের জন্য ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ২৬ খ(১) বিধান পরিপালন অব্যাহতি প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক, ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ এর ১২১ ধারার বিধান অনুযায়ী সরকারের সাথে পরামর্শক্রমে, ৮ নভেম্বর ২০২২ তারিখে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়।

রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকের সংস্কার

পূর্ববর্তী বছরের ন্যায় ২০২২-২৩ অর্থবছরেও রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো (বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিঃ ব্যতীত) সমঝোতা স্মারক (MoU) স্বাক্ষর করেছে। সমঝোতা স্মারক এর আওতায় ব্যাংকগুলোর দায়-সম্পদ ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা অর্জন, শ্রেণিকৃত ঋণ

হ্রাসকরণ, শ্রেণিকৃত ঋণের বিপরীতে নগদ আদায় নিশ্চিতকরণ, পরিচালন ব্যয় নিয়ন্ত্রণ, উচ্চ সুদবাহী আমানত কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় হ্রাসকরণ, ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা নিশ্চিতকরণসহ অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মান জোরদারকরণের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সম্পদের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে চলমান সমঝোতা স্মারকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক এফডিবিপি (ফরেন ডকুমেন্টারি বিল পারচেজ) ক্রয়সহ ফোর্সড/পিএডি/ডিমান্ড লোন সৃষ্টি এবং দীর্ঘমেয়াদে পুনঃতফসিলকরণের ক্ষেত্রে কতিপয় শর্ত আরোপ করা হয়েছে। এছাড়া, সমঝোতা স্মারকে নির্ধারিত লক্ষ্যমাত্রা/শর্ত পরিপালন/বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক নিয়মিত তদারকি করা হচ্ছে।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজার সংস্কার

ব্যাংকিং খাতে পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমকে আরো শক্তিশালী ও সময়োপযোগী করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রণীত 'Risk Management Guidelines for Banks' পরিমার্জন করা হয়েছে। ব্যাংকগুলোতে ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠু অনুশীলন নিশ্চিতকরণের নিমিত্ত তাদের পরিচালনা পর্ষদ, পর্ষদের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি, ব্যবস্থাপনা পর্যায়ের ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং Chief Risk Officer (CRO) এর দায়িত্ব-কর্তব্য সুনির্দিষ্টকরণসহ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কাঠামো পুনর্বিন্যাসের নির্দেশনা উক্ত গাইডলাইনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর ঝুঁকি গ্রহণ ও ব্যবসায়িক লক্ষ্য অর্জনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য Risk Appetite Framework -কে সুসংহত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। সুসংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা বাস্তবায়ন করছে। ব্যাসেল-৩ নীতিমালার বাস্তবায়ন পরিস্থিতি সংযোজনী ৫.২-এ দেয়া হলো।

মুদ্রা ও আর্থিক বাজারে কোভিড-১৯ এর প্রভাব মোকাবেলায় গৃহীত কার্যক্রম

- বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ওভারনাইট রেপো সুদ হার ২০২২-২৩ অর্থবছরে দুই ধাপে পরিবর্তন করা হয়েছে। প্রথমত, ২ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বার্ষিক শতকরা ৫.৫০ ভাগ হতে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে রেপো সুদ শতকরা ৫.৭৫ ভাগে পুনঃনির্ধারিত হয়। পরবর্তীতে, ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে রেপো সুদহার বার্ষিক শতকরা ৫.৭৫ ভাগ থেকে পুনরায় ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৬.০০ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে।
- নীতি সুদহার করিডর যৌক্তিকীকরণের উদ্দেশ্যে রিভার্স রেপো সুদ হার বিদ্যমান বার্ষিক শতকরা ৪.০০ ভাগ থেকে ২৫ বেসিস পয়েন্ট বৃদ্ধি করে শতকরা ৪.২৫ ভাগে পুনঃনির্ধারণ করা হয়েছে, যা ১৬ জানুয়ারি ২০২৩ হতে কার্যকর রয়েছে।
- শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের সুষ্ঠু তারল্য ব্যবস্থাপনার স্বার্থে এবং ইসলামিক আর্থিক ব্যবস্থাকে অধিকতর শক্তিশালীকরণে ৫ ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখ হতে মুদারাবা চুক্তির আওতায় সুকুকের বিপরীতে ১৪ দিন মেয়াদি তারল্য সুবিধা Islamic Banks Liquidity Facility (IBLF) প্রবর্তন করা হয়েছে।
- এছাড়া, শরীয়াহ্‌ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের অন্তর্বর্তীকালীন তারল্য সংকট পূরণে ব্যাংক কর্তৃক সরকারের নিকট প্রাপ্য রেমিটেন্স প্রণোদনা ও আর্থিক প্রণোদনার বিপরীতে সৃষ্ট দায়কে জামানত হিসেবে গ্রহণ করে মুদারাবা চুক্তির আওতায় ৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখ হতে ৭, ১৪ ও ২৮ দিন মেয়াদি Mudarabah Liquidity Support (MLS) প্রবর্তন করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর প্রাদুর্ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য (CMSME ব্যতীত) সরকার ঘোষিত ৩০,০০০ কোটি টাকার ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধার আওতায় ব্যাংকসমূহের তারল্য সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে গঠিত ১৫,০০০ কোটি টাকার আবর্তনশীল 'বৃহৎ শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরে ওয়ার্কিং ক্যাপিটাল ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানে পুনঃঅর্থায়ন স্কিম এর আওতায় ৪৩টি ব্যাংক ও ৮টি অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১০,৯৫৯.০২ কোটি টাকা পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- কোভিড-১৯ এর কারণে সৃষ্ট সংকট মোকাবেলায় সরকার কর্তৃক ঘোষিত আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজ বাস্তবায়নের আওতায় প্রদত্ত ঋণের সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণের জন্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহকে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

আর্থিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখার স্বার্থে একটি নিরাপদ ও দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর গুরুত্ব অপরিসীম। দেশে একটি জনস্বার্থমুখী আধুনিক, কার্যকর ও পুঁজি গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেমস্ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপসমূহ সংযোজনী ৫.৩-এ সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো।

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গৃহীত কার্যক্রম

মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (BFIU) কর্তৃক গৃহীত কার্যক্রমসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম সংযোজনী ৫.৪-এ উল্লেখ করা হলো।

পুঁজি বাজার

পুঁজি বাজারের সার্বিক উন্নয়নে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (বিএসইসি) আইন ও বিধিবিধান সংস্কারসহ বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সময়ে বিএসইসি কর্তৃক গৃহীত কতিপয় কার্যক্রম সংক্ষেপে উল্লেখ করা হলো:

- ক্ষুদ্র মূলধনী কোম্পানি সমূহের জন্য ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এবং চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি ২০২১ সালে পৃথক দুটি প্ল্যাটফর্ম (এসএমই প্ল্যাটফর্ম) চালু করেছে। এসএমই প্রতিষ্ঠানসমূহের লেনদেনকে যুগপোযোগি করার লক্ষ্যে কমিশন কর্তৃক গত **১২** সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন **(**কোয়ালিফাইড ইনভেস্টর অফার বাই স্মল ক্যাপিটাল কোম্পানি**)** রুলস**,** ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- তালিকাভুক্ত এবং তালিকাবিহীন কোম্পানি সমূহের মালিকানা হস্তান্তর, কোম্পানির ব্র্যান্ডিং ও এক্সপোজার, সম্ভাব্য বিনিয়োগকারীদের জন্য বিকল্প বিনিয়োগের মাধ্যমগূলোকে অনেক সহজ করার লক্ষ্যে কমিশন Dhaka Stock Exchange (Alternative Trading Board) Regulations, 2022 -এর অনুমোদন করেছে এবং সে অনুযায়ী গত ৪ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে অল্টারনেটিভ ট্রেডিং বোর্ড (ATB) এর উদ্বোধন করা হয়েছে।
- সরকারের নির্দেশনা মোতাবেক গত ১০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ পিএলসি কর্তৃক সরকারি সিকিউরিটিজের ট্রেজারী বন্ড (T-Bond) ট্রেডিং প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে।
- ১৫ নভেম্বর ২০২২ তারিখে বিদ্যমান সার্কিট ব্রেকার পদ্ধতিতে ফ্লোর প্রাইসের ১০ শতাংশ পর্যন্ত কম দামে ব্লক মার্কেটের গ্রাহকদের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজ লেনদেন সংক্রান্ত আদেশ জারি করা হয়েছে।
- ২৩ আগস্ট ২০২২ তারিখে Bangladesh Securities and Exchange Commission (Securities Market Shari'ah Advisory Council) Rules, 2022 প্রণয়ন করা হয়েছে**।**
- ২২ সেপ্টেম্বর ২০২২ তারিখে ডিপজিটরি **(**ব্যবহারিক**)** প্রবিধানমালা**,** ২০০৩ এর সংশোধন করা হয়েছে।
- ০৩ অক্টোবর ২০২২ তারিখে বোনাস শেয়ার বা স্টক ডিভিডেন্ডের মাধ্যমে পুঁজি উত্তোলন/বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।
- ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে মার্চেন্ট ব্যাংকারদের ন্যূনতম নীট সম্পদ সংরক্ষণের সময়-সীমা বৃদ্ধি সংক্রান্ত নির্দেশনা জারি করা হয়েছে।
- ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (সুবিধাভোগী ব্যবসা নিষিদ্ধকরণ) বিধিমালা, ২০২২ প্রণয়ন করা হয়েছে।
- সমন্বিত গ্রাহক হিসাবের অর্জিত সুদের প্রাপ্যতা অনুযায়ী বিও হিসাবধারীদেরকে প্রদানের নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

বাজার পরিস্থিতি

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড (ডিএসই)

ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২২ সালের জুন মাসের ৬২৫টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ৬৫৫টি তে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,১৩,৩২৪.৩৯ কোটি টাকা, যা ৩০ জুন ২০২২ এর তুলনায় ১৭১.৬৪ শতাংশ বেশি। ৩০ জুন ২০২২ পর্যন্ত ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৫,১৭,৭৮১.৬৯ কোটি টাকা, যা

৪৭.৩৬ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৭,৬৩,০০৯.১৪ কোটি টাকা। ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এর ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স) ২০২২ সালের জুন শেষে ছিল ৬,৩৭৬.৯৪ পয়েন্ট, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ২.৫১ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়ায় ৬,২১৬.৯৫ পয়েন্ট। ডিএসই'র মূল্য-আয় অনুপাত (P/E) ফেব্রুয়ারি ২০২৩ -এ দাঁড়ায় ১৪.৩৩, যা পূর্ববর্তী বছরের একই সময়ে (ফেব্রুয়ারি ২০২২) -এ ছিল ১৬.১৫।

সারণি ৫.৭: ঢাকা ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষ	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা (মিউচ্যুয়াল ফান্ড ও ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও**	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)***	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)***	সিকিউরিটিজ লেনদেনের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	ডিএসই ব্রড ইনডেক্স (ডিএসইএক্স)
২০১৬-১৭	৫৬৩	৯	১১৬৫৫১.০৮	৩৮০১০০.১০	১৮০৫২২.২১	৫৬৫৬.০৫
২০১৭-১৮	৫৭২	১১	১২১৯৬৬.৫১	৩৮৪৭৩৪.৭৮	১৫৯০৮৫.১৯	৫৪০৫.৪৬
২০১৮-১৯	৫৮৪	১৫	১২৬৮৫৭.৪৮	৩৯৯৮১৬.৩৮	১৪৫৯৬৫.৫৪	৫৪২১.৬২
২০১৯-২০	৫৮৯	৫	১২৯৯৮১.৪০	৩১১৯৬৬.৯৮	৭৮০৪২.৭৮	৩৯৮৯.০৯
২০২০-২১	৬০৯	১৫	১৩৯৭৩৪.৪০	৫১৪২৮২.১৩	২৫৪৬৯৭.০৪	৬১৫০.৪৮
২০২১-২২	৬২৫	১৬	১৫২১৫৯.২৮	৫১৭৭৮১.৬৯	৩১৮৬০৭.০২	৬৩৭৬.৯৪
২০২২-২৩*	৬৫৫	৬	৪১৩৩২৪.৩৯	৭৬৩০০৯.১৪	১৩৮২৪২.৭৬	৬২১৬.৯৫

উৎসঃ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড।
* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ।
** আইপিও এর সংখ্যা লেনদেনের তারিখ অনুযায়ী নেয়া হয়েছে ।
*** ২০২২ সালের অক্টোবর মাসে নতুন সরকারি ট্রেজারী বন্ডের লেনদেন শুরু হওয়ায় ২০২২-২৩ অর্থবছরে ইস্যুকৃত মূলধন এবং বাজার মূলধন বৃদ্ধি পেয়েছে।

লেখচিত্র ৫.৫: ডিএসই'র বাজার মূলধন ও ব্রড ইনডেক্স এর গতিধারা

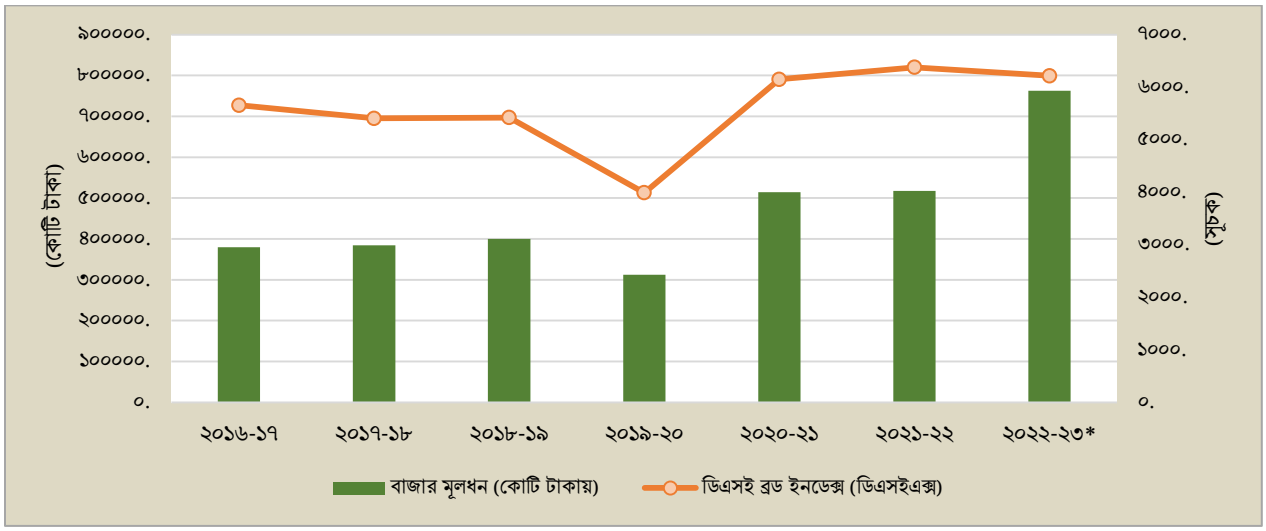

* ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ শেষে

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ (সিএসই)

চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা ২০২২ সালের জুন মাসের ৩৮১টি থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০২৩ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি তারিখে ৬৩০টি -তে দাঁড়ায়। ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে সকল সিকিউরিটিজের ইস্যুকৃত মূলধনের পরিমাণ দাঁড়ায় ৪,১৪,০৮৪.৭০ কোটি টাকা, যা ৩০শে জুন ২০২২ এর ১,০২,৩৩৫.৭০ কোটি টাকার তুলনায় ৩০৪.৬৩ শতাংশ বেশি। ৩০শে জুন ২০২২ পর্যন্ত চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর সকল সিকিউরিটিজের বাজার মূলধনের পরিমাণ ছিল ৪,৪৮,৪১৫.৯৩ কোটি টাকা, যা ৬৭.১৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ তারিখে ট্রেডিং শেষে দাঁড়ায় ৭,৪৯,৫৪০.৫০ কোটি টাকা। চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ এর সার্বিক মূল্য সূচক ২০২২ সালের জুন শেষে ছিল ১৮,৭২৭.৫১ পয়েন্ট, যা ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৩ -এ ২.১৪ শতাংশ হ্রাস পেয়ে দাঁড়িয়েছে ১৮,৩২৬.০২ পয়েন্ট।

সারণি ৫.৮: চট্টগ্রাম ষ্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড এ সিকিউরিটিজ লেনদেনের বিবরণী

বছর/মাস শেষে	তালিকাভুক্ত সিকিউরিটিজের সংখ্যা(মিউচ্যুয়াল ফান্ড এবং ডিবেঞ্চার সহ)	আইপিও	ইস্যুকৃত মূলধন (কোটি টাকায়)	বাজার মূলধন (কোটি টাকায়)	সিকিউরিটিজের লেনদেন এর পরিমাণ (কোটি টাকায়)	সিএসই সার্বিক সূচক
২০১৬-১৭	৩০৩	৯	৬০৬৫৭.২	৩১১৩২৪.২৯	১১৮০৭.৫৩	১৫৫৮০.৩৭
২০১৭-১৮	৩১২	১২	৬৫৪০৫.৯১	৩১২৩৫২.১৭	১০৯৮৫.০৬	১৬৫৫৮.৫
২০১৮-১৯	৩২৬	১৬	৭১২৮৯.৪৩	৩২৯৩৩০.২৮	৮৪৮০.১৩	১৬৬৩৪.২১
২০১৯-২০	৩৩২	৪	৭৩৫৮৯.৭৬	২৪৪৭৫৬.৭১	৫৩০৭.৮১	১১৩৩২.৫৮
২০২০-২১	৩৪৮	১৪	৮৩৩৬৫.২৬	৪৩৮৩৬৫.৩৩	১১৬৯১.৩৮	১৭৭৯৫.০৪
২০২১-২২	৩৮১	১২	১০২৩৩৫.৭০	৪৪৮৪১৫.৯৩	১২০৬৯.৮২	১৮৭২৭.৫১
২০২২-২৩*	৬৩০	৮	৪১৪০৮৪.৭০	৭৪৯৫৪০.৫০	৩৯০২.৯৫	১৮৩২৬.০২

উৎসঃ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ লিমিটেড। *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ শেষে

লেখচিত্র ৫.৬: সিএসই'র বাজার মূলধন ও সার্বিক সূচক এর গতিধারা

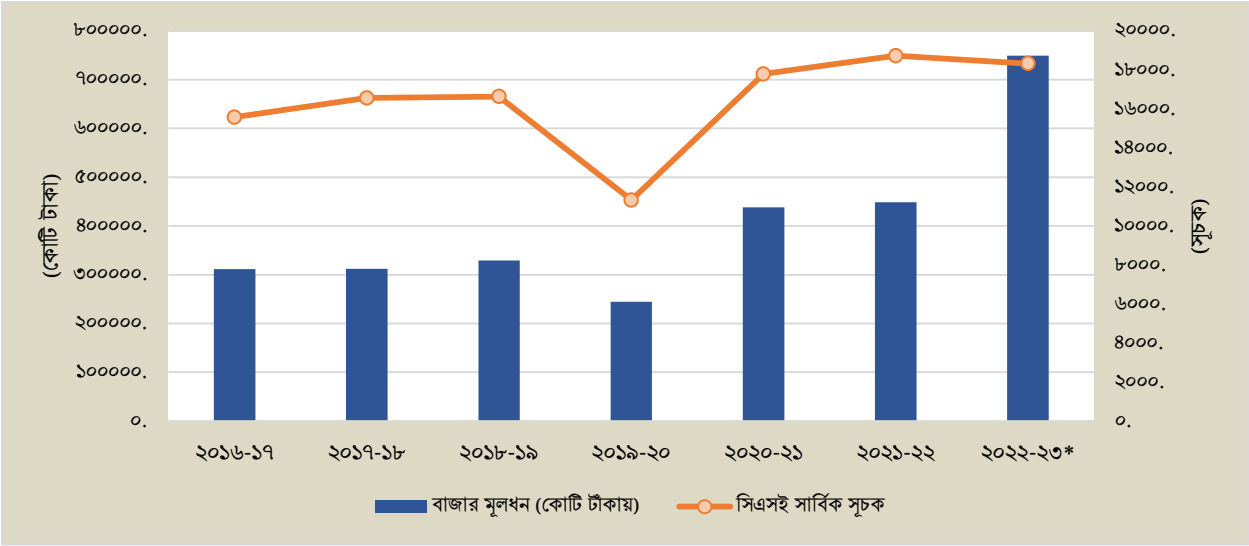

*ফেব্রুয়ারি ২০২৩।

সংযোজনী

সংযোজনী ৫.১
আর্থিক অন্তর্ভুক্তি (Financial Inclusion)

প্রতিযোগিতামূলক বৈশ্বিক অর্থনৈতিক বাস্তবতায় উন্নয়নশীল একটি দেশের এগিয়ে চলার জন্য আর্থিক অন্তর্ভুক্তি একটি অন্যতম হাতিয়ার। দেশের টেকসই অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তোলার লক্ষ্যে আর্থিক সেবা বঞ্চিত ও তৃণমূল পর্যায়ের বিশাল জনসাধারণকে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক নিম্নলিখিত বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে:

- সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত জনগোষ্ঠিকে ব্যাংকিং সেবার আওতায় নিয়ে আসার জন্য ন্যূনতম ১০/৫০/১০০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে কৃষক, ঢাকা সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র কারখানার কারিগর, তৈরি পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক, সকল প্রতিবন্ধী (দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ) ব্যক্তিসহ বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার মানুষের জন্য ব্যাংকে হিসাব খোলার কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের মূল ভূখন্ডে একীভূত ১১১টি পূর্বতন ছিটমহলবাসীরা যেন ১০ টাকায় ব্যাংক হিসাব খুলতে পারে সেজন্য বাংলাদেশ ব্যাংক হতে বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, পাশাপাশি ব্যাংকগুলো যাতে হিসাব খোলা ও পরিচালনার জন্য কোনরূপ সার্ভিস চার্জ বা ফি আদায় না করে সে মর্মেও নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। ডিসেম্বর, ২০২২ পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ২.৯৫ কোটি হিসাব খোলা হয়েছে।
- আর্থিক সেবাবঞ্চিত তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডকে বিস্তৃত করার পাশাপাশি উক্ত হিসাবগুলো সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত হিসাবধারীদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে গঠিত ২০০.০০ কোটি টাকার পুনঃঅর্থায়ন তহবিলটি পুনর্গঠন করে ৫০০.০০ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, এ তহবিল হতে একজন গ্রাহক বার্ষিক ৭ শতাংশ হারে এককভাবে সর্বোচ্চ ৫ লক্ষ এবং দলগতভাবে ২০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। ফেব্রুয়ারি ২০২২ পর্যন্ত এ স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ২৪৭.৩৪ কোটি টাকা। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ২০০.০০ কোটি এবং ৫০০.০০ কোটি স্কীমের আওতায় গ্রাহক পর্যায়ে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে প্রায় ৬৩৪.২৫ কোটি টাকা।
- পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের কষ্টার্জিত অর্থ ব্যাংকে জমাকরণ ও তাদের ভবিষ্যত সুরক্ষার জন্য ২০১৪ সালে চালুকৃত ১০ টাকার বিশেষ হিসাব খোলার নীতিমালাটি শিথিল করে পিতামাতা (Biological Parents) থাকা সত্বেও পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং সংশ্লিষ্ট এনজিও মনোনীত প্রতিনিধির যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালনার বিষয়টি পরিবর্তন করে বর্তমানে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর এবং তাদের পিতামাতার যে কোন একজন এর যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। তবে, সংশ্লিষ্ট এনজিও মনোনীত প্রতিনিধি সমগ্র বিষয়টি তত্ত্বাবধান করবেন। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত পথশিশু ও কর্মজীবী শিশুদের নামে খোলা হিসাবের সংখ্যা এবং উক্ত হিসাবে জমাকৃত টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় যথাক্রমে ৩০,৮৯৮টি এবং ৪৫.৫২ লক্ষ টাকা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের চলমান আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় জনসাধারণের কাছে ব্যাংকিং সেবাকে ব্যয় সাশ্রয়ী করার পাশাপাশি গ্রামীণ অঞ্চল যেখানে লাভজনকভাবে প্রচলিত ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেয়া সম্ভবপর নয় এবং ভৌগলিকভাবে বিচ্ছিন্ন চরাঞ্চলসহ বাংলাদেশের প্রত্যন্ত এলাকার সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য মৌলিক সেবা সরবরাহ সুবিধাজনক করার নিমিত্তে ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ৩১টি ব্যাংককে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম চালুর জন্য লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে এবং এর মধ্যে ৩১টি ব্যাংকই মাঠ পর্যায়ে এজেন্ট ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত উক্ত ৩১টি ব্যাংক ১৫,১২৬টি এজেন্ট কর্তৃক ২০,৭৩৬টি আউটলেটের আওতায় ১.৭৫ কোটি হিসাবের মাধ্যমে সারাদেশে এজেন্ট ব্যাংকিং সেবা প্রদান করছে।

- দেশের অর্থনীতিতে অনিবাসী বাংলাদেশীদের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ এবং বৈধ পথে রেমিট্যান্স প্রেরণ উৎসাহিত করার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড' পদ্ধতি প্রবর্তন করেছে। ২০১৩ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে মোট ২২১ জন ব্যক্তি ও ৪৫টি প্রতিষ্ঠানকে এ অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে। তম্মধ্যে, ২০২১ সালে 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড-২০১৯' এর আওতায় ২৬ জন রেমিটার (৭ জন সাধারন পেশাজীবী, ১০ জন বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী ও ৯ জন ব্যবসায়ী), ৩টি অনিবাসি বাংলাদেশি মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউস এবং ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে, এবং 'বাংলাদেশ ব্যাংক রেমিট্যান্স অ্যাওয়ার্ড ২০২০' এর আওতায় ২৭ জন রেমিটার (১২ জন সাধারণ পেশাজীবী, ১০ জন বিশেষজ্ঞ পেশাজীবী ও ৫ জন ব্যবসায়ী), ৩টি অনিবাসী বাংলাদেশি মালিকানাধীন এক্সচেঞ্জ হাউস এবং ৪টি বাণিজ্যিক ব্যাংককে অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়েছে।
- বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত ১৮ বছরের কম বয়সী শিক্ষার্থীদেরকে আধুনিক ব্যাংকিং সেবা ও প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার পাশাপাশি তাদের মাঝে শৈশব থেকেই সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং প্রবর্তন করে। এ কার্যক্রমের আওতায় বাংলাদেশ ব্যাংকের সার্বিক তত্ত্বাবধানে সারা দেশের প্রতিটি জেলায় লিড ব্যাংক পদ্ধতিতে 'স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স' শিরোনামে আর্থিক শিক্ষা কর্মসূচী (Financial Literacy Campaign) পরিচালনা করা হচ্ছে। ২০১৬ সাল হতে প্রবর্তিত এসব স্কুল ব্যাংকিং কনফারেন্স এ আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও ডকুমেন্টারি, প্রেজেন্টেশন, কুইজ প্রতিযোগিতা ও নানাবিধ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাঝে আর্থিক শিক্ষা বিস্তারের প্রয়াস চালানো হচ্ছে।
- আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির অগ্রগতি সাধনের লক্ষ্যে বিভিন্ন দেশের নীতি নির্ধারকদের (কেন্দ্রীয় ব্যাংক ও আর্থিক নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠানসমূহ) সংস্থা হচ্ছে Alliance for Financial Inclusion (AFI)। বর্তমানে সারা বিশ্বের ৭৬টি দেশের মোট ৮৪টি প্রতিষ্ঠান AFI এর সদস্য। ২০০৯ সালের জুন মাস থেকে এ প্রতিষ্ঠানের মূখ্য সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্ব পালন করছে এবং বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নর মহোদয় ২০১৬ সাল হতে AFI এর পরিচালনা পর্ষদের ভাইস চেয়ার ও এপ্রিল ২০১৮ থেকে সেপ্টেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত চেয়ার হিসেবে সফলভাবে দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে i) AFI Gender Inclusive Finance Committee (GIFC) এবং ii) AFI Intergovernmental Organisation Special Committee (IGOSC)- শীর্ষক পরিচালনা পর্ষদের দুইটি কমিটিতে বাংলাদেশ ব্যাংকের নির্বাহী পরিচালক পর্যায়ের দুইজন কর্মকর্তা প্রতিনিধিত্ব করছেন। AFI এর সদস্য হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংক ১১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ তারিখে Maya Declaration- এ স্বাক্ষর করে এবং প্রতি বছর আর্থিক অন্তর্ভুক্তি ও আর্থিক শিক্ষা বিষয়ক বিভিন্ন লক্ষ্যমাত্রা গ্রহণ করে। বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক এ পর্যন্ত সর্বমোট ৬৯টি লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে, যার ৪৭টি ইতোমধ্যে অর্জিত হয়েছে। AFI এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত ২০২২ Maya Declaration Progress Report G Maya Declaration Commitments এর লক্ষ্যমাত্রাসমূহ সফলভাবে অর্জন/অগ্রগতি সাধনের স্বীকৃতি স্বরূপ ২০২২ সালে বাংলাদেশ ব্যাংক-কে এশিয়া অঞ্চলের Regional Champion of Financial Inclusion হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।
- সর্বস্তরের জনগনের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের লক্ষ্যে AFI এর সহায়তায় বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক Striving for a Financially Literate Society শীর্ষক কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এ কর্মসূচির আওতায় নিম্নোক্ত ৩টি উদ্যোগ সম্পন্ন হয়েছেঃ ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মাধ্যমে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তারের লক্ষ্যে আর্থিক সাক্ষরতা নীতিমালা প্রণয়ন; বিভিন্ন শ্রেণির জনগণের জন্য আর্থিক সাক্ষরতা বিষয়ক কনটেন্ট সম্বলিত ওয়েবসাইট নির্মাণ; এবং জনসাধারণের মাঝে আর্থিক সাক্ষরতা বিস্তার বেগবান করতে ছোট ছোট অ্যানিমেটেড ভিডিও নির্মাণ।
- নভেল করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট অর্থনৈতিক ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে দেশের নিম্ন আয়ের পেশাজীবী, কৃষক ও প্রান্তিক/ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীগণের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ২০ এপ্রিল ২০২০ তারিখে ৩,০০০ কোটি টাকার ৩ বছর মেয়াদী একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। ২৮ অক্টোবর, ২০২১ তারিখে জারিকৃত এফআইডি সার্কুলার নং-০২/২০২১ মোতাবেক তফসিলি ব্যাংকসমূহ ক্ষুদ্রঋণ প্রতিষ্ঠান (MFI) লিংকেজে এবং ব্যাংকের শাখা-উপশাখার মাধ্যমে এ তহবিলের সুবিধাভোগীদেরকে ঋণ পৌঁছে দিচ্ছেন। সরাসরি ব্যাংকের গ্রাহকরা ৭ শতাংশ সুদে এবং MFI এর গ্রাহকরা ৯ শতাংশ সুদে এ তহবিল হতে ঋণ পেয়ে থাকেন। বাংলাদেশ ব্যাংক এ তহবিলের বিপরীতে

ব্যাংকসমূহের নিকট হতে ০.৫০ শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে এবং ব্যাংকসমূহ MFI এর নিকট হতে ৩.০ শতাংশ সুদ নিয়ে থাকে। এ তহবিলের আওতায় ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ৬.৫ লক্ষের অধিক সুবিধাভোগী প্রায় ৩৭৬৩.৬৪ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন। এ সুবিধাভোগীদের প্রায় ৮৭.৫৪ শতাংশ নারী ঋণগ্রহীতা।

- ডিজিটাল বাংলাদেশ গঠনসহ অন্তর্ভুক্তিমূলক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন বিবেচনায় তাদেরকে স্বল্প সুদ/মুনাফায় ডিজিটাল ক্ষুদ্র ঋণ/বিনিয়োগ প্রদানের নিমিত্তে জুন, ২০২২ এ বাংলাদেশ ব্যাংক কর্তৃক ১০০ কোটি টাকার একটি পুনঃঅর্থায়ন স্কিম গঠন করা হয়েছে; যা ডিজিটাল ক্ষুদ্রঋণ নামে পরিচিত। এ সুবিধার আওতায় দেশের ব্যাংকিং সুবিধাবঞ্চিত ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কোনরূপ পেপার ডক্যুমেন্ট ছাড়াই সম্পূর্ণ ডিজিটাল মাধ্যম (ইন্টারনেট ব্যাংকিং, মোবাইল অ্যাপস, মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস, ই-ওয়ালেট ইত্যাদি) ব্যবহার করে তফসিলি ব্যাংক হতে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে কোন জামানত ছাড়াই সর্বোচ্চ ৬ মাস মেয়াদের জন্য ৫০০ টাকা হতে ৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ঋণ গ্রহণ করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক চুক্তিবদ্ধ ব্যাংকসমূহের অনুকূলে বার্ষিক ১ শতাংশ সুদ/মুনাফায় পুনঃঅর্থায়ন সুবিধা প্রদান করবে এবং গ্রাহক পর্যায়ে বার্ষিক সুদ/মুনাফার হার হবে সর্বোচ্চ ৯ শতাংশ। এ স্কিমের আওতায়, ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত ৪৫,০০৩ জন গ্রাহক ৪৬.১৫ কোটি টাকা ঋণ সুবিধা গ্রহণ করেছেন।

সংযোজনী ৫.২
ব্যাসেল-৩ বাস্তবায়ন

সুসংহত ও ঝুঁকি সহনশীল ব্যাংকিং খাত বিনির্মাণের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সর্বোত্তম নীতিমালার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বাংলাদেশে ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় মূলধন সংরক্ষণ ও তারল্যের মানদন্ড নির্ধারণ করা হয়েছে। বাংলাদেশ ১ জানুয়ারি ২০১৫ থেকে ব্যাসেল-৩ নীতিমালা পর্যায়ক্রমিকভাবে বাস্তবায়নে পরিকল্পনা গ্রহণ করে এবং ডিসেম্বর ২০১৯ সালে তা সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়। এতদপ্রেক্ষিতে, বাংলাদেশ ব্যাংক বাসেল কাঠামো বাস্তবায়নের আওতায় ডিসেম্বর, ২০১৪ সালে রোডম্যাপসহ মূলধন পর্যাপ্ততার সংশোধিত গাইডলাইন্স জারি করে। ব্যাংক খাতকে অধিকতর স্থিতিশীলতা প্রদানের পাশাপাশি এর ঝুঁকি সহনশীলতা বাড়ানো এবং ব্যাংকসমূহকে একক ও সামগ্রিকভাবে ভবিষ্যত ব্যাংকিং খাতে উদ্ভূত আর্থিক বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় প্রস্তুত করাই ব্যাসেল-৩ এর মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকসমূহ প্রয়োজনীয় কৌশল নির্ধারণপূর্বক তাদের ঝুঁকির প্রকৃতি ও পরিমাণ বিবেচনা করে ন্যূনতম ও পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণ করে।

ব্যাসেল-৩ নীতিমালায় ব্যাংকসমূহের জন্য সংরক্ষিতব্য মূলধনের পরিমাণ বাড়ানোর পাশাপাশি মূলধনের গুণগত মান বাড়ানোর উপরও গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। ব্যাংকসমূহকে ন্যূনতম মূলধনের কমপক্ষে ১০ শতাংশ সংরক্ষণ করতে হয় যার মধ্যে Tier-1 মূলধন ৬ শতাংশ। ব্যাংকসমূহ ব্যাসেল-৩ এর আওতায় ন্যূনতম মূলধনের অতিরিক্ত হিসেবে আপৎকালীন সুরক্ষা তহবিল (Capital Conservation Buffer) সংরক্ষণ করে। এই বাফার সংরক্ষণ ২০১৬ সাল হতে ০.৬২৫ শতাংশ হারে শুরু হয়েছে এবং ডিসেম্বর ২০১৯ সালে ২.৫০ শতাংশ নির্ধারিত হয়েছে। বর্তমানে ব্যাংকসমূহের ২.৫০ শতাংশ হারে CCB সংরক্ষণ করার জন্য নির্দেশনা রয়েছে। অতিরিক্ত ঋণ প্রবৃদ্ধির সময়কালীন ব্যাংক খাতকে রক্ষার জন্য ব্যাসেল-৩ এর macroprudential খাত বিশেষতঃ ঝুঁকিরোধক মূলধন তহবিল এখন পর্যন্ত চালু করা হয়নি। ডিসেম্বর, ২০২২ সময় পর্যন্ত ৪৪টি ব্যাংক ২.৫০ শতাংশ হারে CCB সংরক্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে।

ব্যাংকিং খাতে Internal Ratings Based (IRB)- অ্যাপ্রোচ এর দিকে ধাবিত হওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক 'Guidelines on Internal Credit Risk Rating System (ICRRS)' সম্পর্কিত নির্দেশিকা জারি করে এবং ব্যাংকসমূহের ঋণঝুঁকির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা অধিকতর কার্যকর করার লক্ষ্যে এতদসংশ্লিষ্ট 'ফিন্যান্সিয়াল মডেল' প্রস্তুত করে। এদিকে, বৈশ্বিক অর্থনীতিতে করোনা ভাইরাস (COVID-19)-এর দীর্ঘমেয়াদী নেতিবাচক প্রভাবের কারণে দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুজ্জীবিতকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণসহ স্বল্প সুদে ঋণ/বিনিয়োগ সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে ক্ষতিগ্রস্ত শিল্প ও সার্ভিস সেক্টরের প্রতিষ্ঠানসমূহের জন্য বিভিন্ন পর্যায়ে আর্থিক সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে, Stimulus package এর আওতায় ঋণ সুবিধা প্রদানের ক্ষেত্রে ICRRS এর মানদন্ড পরিপালন হতে অব্যাহতি প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও, ICRRS এর মানদন্ড Unacceptable এর ক্ষেত্রে ৬০ শতাংশ থেকে কমিয়ে ৫৫ শতাংশ এবং পরবর্তীতে তা আরও কমিয়ে ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করা হয়।

ব্যাসেল-৩ এর আলোকে তফসিলি ব্যাংকসমূহ মার্চ, ২০১৫ হতে মূলধন পর্যাপ্ততার প্রতিবেদন/বিবরণী দাখিল করছে। ডিসেম্বর, ২০২২ সাল শেষে ব্যাংকিং খাতে ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার (CRAR) ১১.৮৩ শতাংশ এবং Common Equity Tier 1 (CET1) অনুপাত ৭.৭৩ শতাংশ পরিলক্ষিত হয় যা সামগ্রিকভাবে ব্যাংকিং খাতে প্রয়োজনীয় ব্যাসেল-৩ নীতিমালার ন্যূনতম মূলধন পর্যাপ্ততার অনুপাত পরিপালিত হয়েছে। তবে, ৬১টি ব্যাংকের মধ্যে ৫০টি ব্যাংক ব্যাসেল-৩ নীতিমালার আওতায় ঝুঁকিভিত্তিক সম্পদের তুলনায় গড় মূলধন পর্যাপ্ততার হার এবং ৫৩টি ব্যাংক প্রয়োজনীয় মূলধন সংরক্ষণের হার পরিপালন করতে সক্ষম হয়েছে।

বাংলাদেশ ব্যাংক ব্যাসেল-৩ এর পিলার ২ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে ব্যাংকগুলোর Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) বাস্তবায়নে কাজ করছে। ICAAP এর মাধ্যমে ব্যাংকগুলো সকল বস্তুগত ঝুঁকি বিবেচনায় নিয়ে পর্যাপ্ত মূলধন সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে অভ্যন্তরীণ/নিজস্ব পদ্ধতি এবং কৌশল বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশ ব্যাংক Supervisory Review Evaluation Process (SREP) পরিদর্শনকালে ব্যাংকগুলোর ICAAP রিপোর্ট পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করে। এতদপ্রেক্ষিতে,

সর্বশেষ ডিসেম্বর ২০২০ ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের ICAAP প্রতিবেদন এবং SREP পরিদর্শনের উপর ভিত্তি করে আগষ্ট, ২০২২ এর মধ্যে তফসিলি ব্যাংকসমূহের সাথে দ্বিপাক্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

ব্যাংকসমূহের সাথে ২০২০ ভিত্তিক SRP-SREP সভা ও ডকুমেন্টস পর্যালোচনায় দেখা যায়, ৫৮টি ব্যাংকের মধ্যে ১৭টি ব্যাংকের ব্যাসেল-৩ নীতিমালার অন্তর্গত পিলার ১ ও পিলার ২ এর আওতাভূক্ত ঝুঁকির বিপরীতে পর্যাপ্ত প্রয়োজনীয় মূলধন ঘাটতি ছিল। এছাড়া, ব্যাংকগুলোর সাথে বিগত তিন বছরের (২০১৭, ২০১৮ এবং ২০২০ ভিত্তিক) অনুষ্ঠিত সভার অভিজ্ঞতায় দেখা যায়, পিলার-২ ঝুঁকিসমূহের Residual Risk (যা মূলত ঋণের Documentation Error হতে উদ্ভূত) এর বিপরীতে সংরক্ষিত মূলধনের পরিমান ছিল সর্বোচ্চ। এর বাইরে প্রধানত Strategic Risk ও Core Risk এর গুণগত ব্যবস্থাপনা ছিল ব্যাংকগুলোর জন্য প্রধান উদ্বেগের বিষয়।

সংযোজনী ৫.৩

পেমেন্ট সিস্টেমস্-এর অগ্রগতি

আর্থিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এবং কার্যকারিতার জন্য একটি নিরাপদ এবং দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুঁজি গঠনে সহায়ক পেমেন্ট সিস্টেম প্রতিষ্ঠা ও ব্যাংকিং সেবার আওতাভুক্ত জনগণের লেনদেন ও নিষ্পত্তি সেবা সহজীকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক চারটি আন্তঃব্যবহারযোগ্য পেমেন্ট প্ল্যাটফর্ম তথা বাংলাদেশ অটোমেটেড চেক প্রসেসিং সিস্টেম (BACPS), বাংলাদেশ ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার নেটওয়ার্ক (BEFTN), ন্যাশনাল পেমেন্ট সুইচ বাংলাদেশ (NPSB) ও ইন্টারঅপারেবল ডিজিটাল ট্রানজেকশন প্ল্যাটফর্ম (IDTP) চালু করেছে। এছাড়া, বৃহৎ-মূল্য (এক লক্ষ ও ততোধিক) তৎক্ষণাৎ পরিশোধের জন্য বাংলাদেশ রিয়েল টাইম গ্রস সেটেলমেন্ট (BD-RTGS) সিস্টেম প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সময়কালে বিএসিপিএস-এর মাধ্যমে উচ্চমূল্যের চেকের মাধ্যমে প্রায় ৮.৮৮ লক্ষ কোটি এবং নিয়মিত মূল্যের চেকের মাধ্যমে প্রায় ৪.৩৫ লক্ষ কোটি টাকা নিষ্পত্তি করা হয়। একই সময়ে, ইলেকট্রনিক উপায়ে বিইএফটিএন ব্যবস্থায় ডেবিট ও ক্রেডিট নির্দেশে প্রায় ৬.২২ লক্ষ কোটি টাকার লেনদেন নিষ্পত্তি করা হয়েছে। এনপিএসবি ব্যবস্থায় জুলাই-ফেব্রুয়ারি ২০২৩ সময়ে প্রায় ৮৫.৮৩ হাজার কোটি টাকার লেনদেন এবং আরটিজিএস এ প্রায় ৩৬.৪৪ লক্ষ কোটি টাকা নিষ্পত্তি করা হয়েছে।

মোবাইল প্রযুক্তিভিত্তিক মোবাইল ফিন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস (MFS) এর মাধ্যমে বর্তমানে নয়টি ব্যাংক, তিনটি ব্যাংকের অঙ্গসংস্থা এবং বাংলাদেশ ডাক বিভাগের অধীন একটি প্রতিষ্ঠান (নগদ) বিকল্প লেনদেন-পরিষেবা সরবরাহ করছে। ব্যক্তিক লেনদেনের পাশাপাশি মোবাইল হিসাবের মাধ্যমে মার্চেন্ট পেমেন্ট দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করছে। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত এমএফএস-এর আওতায় মোট এজেন্ট সংখ্যা ছিল ১৫,৬৯,১১১ এবং নিবন্ধিত গ্রাহক সংখ্যা প্রায় ১৯.৪১ কোটি যার মধ্যে সক্রিয় হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৫.৭৩ কোটি। উল্লেখিত সময়কালে, এমএফএস মাধ্যমে গড়ে প্রতিদিন লেনদেনের পরিমাণ ছিল প্রায় ৩.২৪ হাজার কোটি টাকা।

ই-কমার্স বা অনলাইনে ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে লেনদেন নিষ্পত্তির জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক পেমেন্ট সিস্টেমস অপারেটর-পিএসও হিসেবে অদ্যাবধি ৮টি প্রতিষ্ঠানকে লাইসেন্স প্রদান করেছে, তন্মধ্যে ৭টি প্রতিষ্ঠান Payment Gateway ও Payment Aggregator সেবা প্রদানের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পাশাপাশি E-Wallet সেবা প্রদানের জন্য ৫টি অ-ব্যাংক প্রতিষ্ঠানকে পিএসপি লাইসেন্স প্রদান করা হয়েছে। জনগনের নিকট আধুনিক পেমেন্ট সিস্টেম সুবিধা সহজলভ্যকরণে বাংলাদেশ ব্যাংক White Label ATM and Merchant Acquiring Services (WLAMA) ও 'Bangla QR' কোড ভিত্তিক পেমেন্ট পরিচালনা করার গাইডলাইন প্রকাশ করেছে। তদুপরি, বাংলাদেশ ব্যাংক শ্রম নির্ভর অতিক্ষুদ্র/ভাসমান উদ্যোক্তা, ক্ষুদ্র ও অতিক্ষুদ্র ব্যবসায়ী, প্রান্তিক পণ্য বিক্রেতা ও সেবা প্রদানকারীদের জন্য ন্যূনতম কাগজপত্র নিয়ে সহজে 'ব্যক্তিক রিটেইল হিসাব' খোলার সুযোগ তৈরী করেছে। ই-কমার্স বাজারে শৃঙ্খলা ও ভোক্তা সুরক্ষা নিশ্চিত করতে অগ্রিম অর্থ প্রদানের বিপরীতে বাজার থেকে অনলাইন কেনাকাটার জন্য বাংলাদেশ ব্যাংক এসক্রো (escrow) ব্যবস্থাও চালু করেছে। এছাড়া, পেমেন্ট সিস্টেমের বিভিন্ন অংশীদারদের মধ্যে লেনদেন সেতু তৈরির লক্ষ্যে Interoperable Digital Transactions Platform (IDTP) 'বিনিময়' নামে ১৩ নভেম্বর ২০২২ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে কার্যক্রম চালু হয়েছে, যার মাধ্যমে গ্রাহকরা একটি API (Application Processing Interface) এর অধীনে সমস্ত ডিজিটাল পেমেন্ট পরিষেবা গ্রহণ করতে পারছেন। উল্লেখ্য, ডিজিটাল উদ্ভাবনে ক্রমবর্ধমান চাহিদা এবং আর্থিক পরিষেবায় প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ বিবেচনায় বাংলাদেশ ব্যাংক ২০২০ সালের আগস্টে রেগুলেটরি ফিনটেক ফ্যাসিলিটেশন অফিস (আরএফএফও) চালু করেছে।

সংযোজনী ৫.৪
মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসীকার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধ কার্যক্রম

মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিট (বিএফআইইউ) বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে যা অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনকে তরান্বিতকরণের পাশাপাশি নতুন ঝুঁকিসমূহ মোকাবেলা এবং আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা নিশ্চিতকরণে সাহায্য করেছে। গৃহীত উদ্যোগসমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু কার্যক্রম নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- অনিবাসী বাংলাদেশি কর্তৃক তফসিলি ব্যাংকসমূহে হিসাব খোলার ক্ষেত্রে গ্রাহকের দলিলাদি বাংলাদেশের সংশ্লিষ্ট দূতাবাস হতে সত্যায়নের আবশ্যকতা রহিতকরণের বিষয় উল্লেখপূর্বক ২৭ জুলাই ২০২২ তারিখে বিএফআইইউ কর্তৃক সার্কুলার জারি করা হয়েছে।
- চলতি অর্থবছরে বিএফআইইউ বিভিন্ন ব্যাংক ও অ-ব্যাংক আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে ২,৫৬,৫২,৬২০টি নগদ লেনদেন রিপোর্ট (সিটিআর) পেয়েছে এবং বিভিন্ন রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে ৮,১৯৮টি সন্দেহজনক লেনদেন/কার্যক্রম রিপোর্ট (এসটিআর/এসএআর) পেয়েছে। এছাড়া, বিএফআইইউ কর্তৃক বিভিন্ন উৎস হতে ১৫৪টি অভিযোগ গৃহীত হয়েছে।
- রিপোর্ট প্রদানকারী সংস্থা হতে প্রাপ্ত সিটিআর/এসটিআর ও বিভিন্ন উৎস হতে গৃহীত অভিযোগসমূহ পর্যালোচনাপূর্বক বিএফআইইউ কর্তৃক প্রস্তুতকৃত ৪০টি গোয়েন্দা প্রতিবেদন তদন্ত ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নিমিত্ত আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহে প্রেরণ করা হয়েছে।
- বিএফআইইউ কর্তৃক ব্যাংকে ১০০টি, আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ১৭টি, মানি চেঞ্জারসমূহে ১৭টি এবং মোবাইল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানে ৬টি সহ মোট ১৪০টি নিয়মিত পরিদর্শন ও ২৬টি বিশেষ পরিদর্শন পরিচালনা করা হয়েছে। এছাড়া, আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের সাথে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সংশ্লিষ্ট ২৮৫টি তথ্য বিনিময় করা হয়েছে।
- বিএফআইইউ চলতি অর্থবছরে বিভিন্ন দেশের এফআইইউ হতে মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন এবং ব্যাপক বিধ্বংসী অস্ত্রের বিস্তারে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদি সরবরাহের জন্য ১৬টি অনুরোধ পেয়েছে এবং সবগুলো অনুরোধের বিপরীতে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি প্রদান করেছে। পাশাপাশি বিএফআইইউ মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন বিষয়ক তথ্যাদির জন্য বিভিন্ন দেশের এফআইইউতে মোট ৫২টি অনুরোধপত্র প্রেরণ করেছে এবং প্রাপ্ত তথ্য প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থায় প্রেরণ করেছে।
- বিএফআইইউ ১২ জুলাই ২০২২ তারিখে গার্নিসি ফাইন্যান্সিয়াল ইন্টেলিজেন্স ইউনিটের সাথে তথ্য বিনিময়ের লক্ষ্যে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করেছে। এ পর্যন্ত, সর্বমোট ৭৯টি দেশের সাথে বিএফআইইউ এর সমঝোতা স্মারক স্মাক্ষরিত হলো।
- দেশের ঝুঁকিভিত্তিক মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন সুপারভিশন কাঠামো শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে বিএফআইইউ ও আইএমএফ একযোগে কাজ করে যাচ্ছে। এ সূত্রে বাংলাদেশের মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন ব্যবস্থার পরিপালন কাঠামো উন্নয়নের সম্ভাব্য ক্ষেত্র বিষয়ে আলোচনার নিমিত্ত ২৩-২৫ জানুয়ারি ২০২৩ মেয়াদে আইএমএফ বিএফআইইউ-এ একটি অনসাইট মিশন পরিচালনা করে।
- অনলাইন গেমিং/বেটিং, ক্রিপ্টোকারেন্সী অবৈধ ফরেক্স ট্রেডিং কার্যক্রমের সাথে জড়িত মানিলন্ডারিং-এর ঝুঁকি নিরসনে বিএফআইইউ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। বিএফআইইউ কর্তৃক বাংলাদেশে অনলাইন গেমিং/বেটিং ও অবৈধ ফরেক্স ট্রেডিং পরিচালনাকারী ৪৯৭টি ওয়েবসাইট, ২১২টি ফেসবুক পেজ ও ১২০টি মোবাইল এপস্ চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের লক্ষ্যে এসব তথ্য সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে সরবরাহ করা হয়েছে।
- বৈদেশিক মুদ্রার বাজারে স্থিতিশীলতা আনয়নের লক্ষ্যে বিএফআইইউ মোট ২২৯টি মানি এক্সচেঞ্জ হাউজের কর্মকর্তাবৃন্দকে সচেতনতা বৃদ্ধির নিমিত্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছে। বিএফআইইউ, বাংলাদেশ পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) ও বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তাবৃন্দের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষ দল কর্তৃক অবৈধ মানিচেঞ্জার প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয় এবং এ অভিযানে বাংলাদেশি মুদ্রাসহ বিভিন্ন দেশের প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যমানের বৈদেশিক মুদ্রা সিআইডি কর্তৃক জব্দ করা ও অবৈধ মানিচেঞ্জার ব্যবসায়ের সাথে জড়িত থাকার অপরাধে ১৪ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

- ডিজিটাল হুন্ডি প্রক্রিয়ায় এমএফএস প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার প্রতিরোধে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসহ এমএফএস প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে বিএফআইইউ একাধিক সভা করেছে। বিভিন্ন ইন্ডিকেটর নির্ধারণপূর্বক লেনদেন মনিটরিং করার মাধ্যমে প্রায় ৫,৭৬৬টি সন্দেহজনক এমএফএস এজেন্ট হিসাবের তথ্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে এবং সন্দেহজনক হিসেবে চিহ্নিত করে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৬,৯৬৭টি এমএফএস হিসাবের লেনদেন অবৈধ হুন্ডি কার্যক্রমের সাথে জড়িত সন্দেহে বিএফআইইউ কর্তৃক ফ্রিজ করা হয়েছে।
- মাননীয় অর্থমন্ত্রী মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানিলন্ডারিং ও সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে গঠিত জাতীয় সমন্বয় কমিটির ২৬তম ও ২৭তম সভা আয়োজনে বিএফআইইউ প্রয়োজনীয় সাচিবিক সহায়তা প্রদান করেছে। উক্ত সভাদ্বয়ে মানিলন্ডারিং প্রতিরোধ আইন, ২০১২ তে সম্পৃক্ত অপরাধ হিসেবে সাইবার ক্রাইম ও পর্নোগ্রাফিকে অন্তর্ভুক্তকরণ, পাবলিক গ্যাম্বলিং এ্যাক্ট, ১৮৬৭ সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ, সুইস ব্যাংকসহ বিভিন্ন দেশে পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধারের কৌশলপত্র অনুমোদন, পাচারকৃত অর্থ পুনরুদ্ধার: আইনি কাঠামো ও কৌশলগত পদ্ধতি বিষয়ক গাইডলাইন্স অনুমোদনসহ বিভিন্ন বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।
- মানিলন্ডারিং এবং সন্ত্রাসী কার্যে অর্থায়ন প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টা জোরদারের লক্ষ্যে বিএফআইইউ বিভিন্ন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন- APG, Egmont Group, FATF, BIMSTEC, UNODC, ADB, World Bank ও IMF-এর মতো সংস্থাগুলোর সাথে নিবিড় যোগাযোগ বজায় রেখেছে। বাংলাদেশ সরকার ও বিএফআইইউ-এর কর্মকর্তাগণ চলতি অর্থবছরে উল্লিখিত সংস্থাসমূহ এবং বিভিন্ন বিদেশি এফআইইউ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলন/সভা/কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেছে।